কবিতা/গল্প প্রকাশ

নিজস্ব লেখা "কবিতা/গল্প" সংবাদপত্রে প্রকাশিত করতে - ৯০৬২৮৬৭৯২১

হাওড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক

এই যুগ

EI YUG

ইন্টারনেট সংস্করণ- eiyug.in RNI: WBBEN/2020/81746

PAGE | পৃষ্ঠা- 4 [PRICE | মূল্য - 2]

HOWRAH | হাওড়া ● DAILY | দৈনিক ● 23 JANUARY 2026 ,FRIDAY | ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ ,শুক্রবার ● VOLUME | বর্ষ-6 ● ISSUE | সংখ্যা-55

হলি ডে হোম বুকিং

দর্শনীয় ভ্রমণের জায়গা-
হোটেল :- তারাপীঠ, দিঘা ,পুরী।
বাগান বাড়ি :- খেজুরি-পূর্ব মেদিনীপুর।
বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন
"এই যুগ" অফিসে।
ফোন নং: 9062867921।

বিজেপি যুব মোর্চার "চাকরি চায় বাংলা" কর্মসূচির শুভ সূচনা

এই যুগ , কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : মাত্র কয়েকটা ঘন্টার অপেক্ষা ,তারপরই গোটা বাংলা সরস্বতী আরাধনায় মাতবে। যদিও বাংলায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ,নেই নতুন শিল্প ,নেই কর্মসংস্থান। চাকরি না পেয়ে যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা রাস্তায়। এই সব অভিযোগে এবার রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের দাবিতে নয়া কর্মসূচি ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার। বৃহস্পতিবার কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার "চাকরি চায় বাংলা" কর্মসূচির শুভ সূচনা হলো। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য , বিজেপি যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ , ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব সহ রাজ্য নেতৃত্ব।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে বন দপ্তরের পাতা ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়লো রয়েল বেঙ্গল টাইগার এর ছবি

সুকুমার রঞ্জন সরকার, এই যুগ, আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি : বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে বন দপ্তরের পাতা ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়লো রয়েল বেঙ্গল টাইগার এর পূর্ণাবয়ব চিত্র। বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয় এর আগে ট্র্যাপ ক্যামেরায় রয়েল বেঙ্গল টাইগার এর পুরো চিত্র ধরা পড়েনি। বৃহস্পতিবার রাতেই এই ছবিটি ধরা পড়েছে ট্র্যাপ ক্যামেরায়। এর থেকে প্রমানিত হয়েছে যে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে। এই ছবি পেয়ে খুশী বন দপ্তর। বন দপ্তরের কর্তারা জানান বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার এর অবস্থান প্রমান করে যে এই জঙ্গলে বাঘেদের জন্য অনুকূল পরিবেশ রয়েছে।

হলি ডে হোম বুকিং

দর্শনীয় ভ্রমণের জায়গা-
হোটেল :- তারাপীঠ, দিঘা ,পুরী।
বাগান বাড়ি :- খেজুরি-পূর্ব মেদিনীপুর।
বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন
"এই যুগ" অফিসে।
ফোন নং: 9062867921।

জলাভূমিতে পাট্টা ,প্রশাসনিক কর্তাদের দিকে আঙ্গুল তুললেন বাসিন্দারা

মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,২২ জানুয়ারি : আর আই অফিসের দখলে থাকার জলাভূমির পাট্টা দেওয়াকে কেন্দ্র করে গর্জে উঠেছেন শাসক দলের নেতারা। দীর্ঘদিন যাবত জলাভূমি হিসেবে চিহ্নিত জমির পাট্টা দিয়েছে ভূমি সংস্কার দপ্তর। আর সেই জমি দখল নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে খাটাজানি চৌপথী সংলগ্ন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আর আই অফিস সংলগ্ন এলাকায়। এমনটাই জানা গেছে ওই এলাকায় গিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেল চারটে নাগাদ। এলাকায় জনপ্রতিনিধির প্রয়োজন নেই প্রশাসনিক কর্তারাই সমস্ত কাজ করুক। এমন ভাবেই গর্জে উঠলেন এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বরা। এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানা গেছে ৫০ থেকে ৬০ বছর ধরে জলাভূমি হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে খাটাজানি আর আই অফিস সংলগ্ন এলাকা। বৃহস্পতিবার দুপুরে মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক ব্যক্তি ওই এলাকায় পাকা খুঁটি পুঁততে আসার পরেই উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি বাঁধা প্রদান করেন শাসক দলের নেতা তথা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অম্রিয় সরকার এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জলেশ্বর রায়। রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন শাসক দলের নেতারাই প্রশাসনিক কর্তাদের বিরুদ্ধে। কে বা কারা মহাকালগুড়ি এলাকার ওই ব্যক্তিকে এই জমির পাট্টা প্রদান করেছেন তাই নিয়ে চুল ছেঁড়া বিশ্লেষণ চলছে শাসকদলের নেতাদের। যদিও তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন সরকারি জমি হলেও পাট্টা প্রদান করে এই জমি দখল করতে দেবেন না কাউকে। উল্লেখ্য এর আগেও এই জমির দখল করার চেষ্টা করেছিলেন অনেকেই কিন্তু এলাকার বাসিন্দারা বাধা প্রদান করায় কিছু হটেছে অনেকেই। তবে জমি দখল হলে এলাকায় অশান্তি তৈরি হবে এমন বার্তাও পাওয়া গেছে এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে।

গরু চুরি রুখতে বড় সাফল্য ভোটপাট্টি ফাঁড়ির পুলিশের ,পিকআপ ভ্যান থেকে উদ্ধার ১৪টি গরু

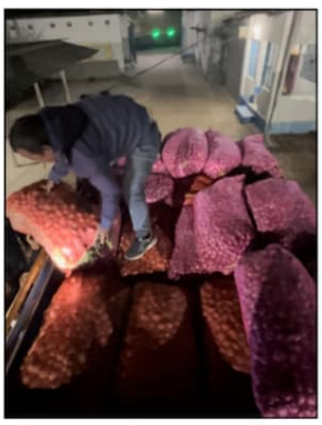

সুস্মিতা রায়, এই যুগ, ময়নাগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : ঘন ঘন গরু নিখোঁজের ঘটনায় অবশেষে বড়সড় সাফল্য পেল ভোটপাট্টি পুলিশ আউটপোস্ট। একটি পিকআপ ভ্যান থেকে ১৪টি গরু উদ্ধারের মাধ্যমে এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে।গত কয়েক সপ্তাহ ধরে একের পর এক গরু নিখোঁজের ঘটনায় চরম উদ্বেগে ছিলেন সাধারণ মানুষ। সেই ঘটনার সূত্র ধরেই বুধবার রাতে ভোটপাট্টি পুলিশ আউটপোস্টের ওসি তেনজিং ভুটিয়ার নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল রাজারহাট মোড় এলাকায় অভিযান চালায়।গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সন্দেহজনক একটি পিকআপ ভ্যান (যার নম্বর AS-17C-7585) তল্লাশির জন্য আটক করা হয়। ভ্যানটিতে পেঁয়াজ ও আলুর বস্তা বোঝাই ছিল। তল্লাশি চালিয়ে বস্তার নিচে গিঁট বাঁধা অবস্থায় ১৪টি গরু উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের সময় পিকাপ ভ্যানের চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যযায়।প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া ১৪টি গরু ছাড়াও ১৮ বস্তা পেঁয়াজ ও ৪ বস্তা আলু সহ পিকআপ ভ্যানটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

উদ্ধার নগদ টাকা সহ ব্রাউন সুগার ,গ্রেপ্তার পাঁচ

নিজস্ব সংবাদদাতা, এই যুগ, মালদহ, ২২ জানুয়ারি : মালদহ জেলা পুলিশের গাজোল থানার পুলিশ গোপন সুত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে থানা এলাকার শ্যামনগর পার্কিং জোনের কাছে একটি সাদা রঙের মাহিন্দ্রা স্কর্পিও গাড়ি আটক করে তল্লাশী চালায়। তল্লাশীর সময় গাড়ি থেকে উপাঁচ জনকে আটক করা হয়। তল্লাশীতে তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় দুশো আটান্নব্বই গ্রাম ব্রাউন সুগার, নগদ আট লক্ষ পনেরো হাজার টাকা। গাড়ি সহ উদ্ধার করা ব্রাউন সুগার, নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করে আটক পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম (১) বিবেক কুমার যাদব (২৮),পিতা - জয়প্রকাশ যাদব, বিহারের সহর্ষা জেলার নওহাট্টা থানার রামনগর ভারনা এলাকার বাসিন্দা, (২) রঞ্জিত কুমার যাদব (২৯) পিতা - রাজদেব যাদব,বিহারের মাধেপুর জেলার সিংগেশ্বর থানার কাটাইয়ার বাসিন্দা, (৩) অজিত কুমার যাদব (২৬) পিতা - অরুন কুমার যাদব, বিহারের সহর্ষা জেলার বেহেরা থানার বিষানপুর এলাকার বাসিন্দা, (৪) বিপিন কুমার যাদব (২২) পিতা মৃত রামসরন যাদব,বিহারের সহর্ষা জেলার বেহেরা থানার নন্দালালী এলাকার বাসিন্দা ও (৫) গৌরব দাস (২২) পিতামৃত গৌতম দাস উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার হনুমানতলার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানানো হয় এন ডি পি এস আইনের নির্দেশিকা মেনে উদ্ধার সহ বাজেয়াপ্ত ও গ্রেপ্তারি পর্ব সম্পন্ন করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আদালতে পাঠানো হয় বৃহস্পতিবার। পরবর্তী পর্যায়ের তদন্তের জন্য ধৃতদের আদালত থেকে পুলিশী হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ও ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

হলি ডে হোম বুকিং

দর্শনীয় ভ্রমণের জায়গা-

হোটেল :- তারাপীঠ, দিঘা ,পুরী ।

বাগান বাড়ি :- খেজুরি-পূর্ব মেদিনীপুর।

বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন

"**এই যুগ**" অফিসে।

ফোন নং: **9062867921** ।

শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির নির্মানকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, এই যুগ, শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : কয়েকদিন আগেই শিলিগুড়ির চাঁদমনিতে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মন্দির নির্মানকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকায়। জানা গেছে এদিন প্রশাসন মন্দির নির্মান এর এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ি ও দোকান ভেঙ্গে উচ্ছেদ অভিযান চালায়। স্থানীয়দের অভিযোগ প্রশাসন কোনো রকম নোটিশ না দিয়েই এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। তারা বলেন এখানে বছরের পর বছর ধরে তারা বসবাস করছেন ও ছোট খাটো দোকান পাট করে সংসার চালিয়ে আসছেন। এদিন এই গরীব মানুষগুলোকে তাদের বাড়িঘর সহ দোকানপাট ভেঙ্গে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তাদের আরও বক্তব্য মন্দির হোক তারাও চান কিন্তু গরীব মানুষগুলোকে মেরে নয়। তাদের দাবি সঠিক পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা করে তাদের উচ্ছেদ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রশাসন কোনো স্পষ্ট বক্তব্য জানায়নি। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। সিপি আই এম নেতা শরবিন্দু চক্রবর্তী বলেন মন্দির নির্মানের নাম করে গরীব মানুষদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে।

এসআইআর হিয়ারিং নোটিশ মানতে নারাজ ,BLO কে আটকে রেখে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

সুস্মিতা রায়, এই যুগ, ময়নাগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি ব্লকের ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্বধর্মপুর বাগানবাড়ি এলাকায় এসআইআর হিয়ারিং নোটিশ বিতরণকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। এদিন নোটিশ নিতে অস্বীকার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সংশ্লিষ্ট বিএলও-কে আটকে রেখে প্রতিবাদে সামিল হন। ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।স্থানীয় বাসিন্দা সুরত আলী অভিযোগ করে বলেন, “অনেকবার ফর্ম ফিলাপ করেও হয় না। আজকে আবার নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে। এই নোটিশ আমরা মানছি না, মানবো না। আমাদের গরিব মানুষের এত হয়রানি করে। আমাদের এলাকায় অনেক মানুষের নামে নোটিশ এসেছে।”আরেক বাসিন্দা মনসুর আলী জানান, “আমাদের যাবতীয় ডকুমেন্টস প্রথমবার দেওয়ার পর আমাদের নামে নোটিশ আসে। আবার নতুন করে ডকুমেন্টস দেওয়ার পরও নোটিশ এসেছে। আমরা যখন ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে নাম তুলি তখন সব বাংলায় ছিল। এখন বাংলার সঙ্গে ইংরেজি বানানের কোন মিল নেই। এই কারণে বারবার নোটিশ আসছে।” তিনি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, “উনি নির্বাচন কমিশন নন, উনি নির্যাতন কমিশন।”অন্যদিকে, বিএলও নবীউল ইসলাম জানান, তাঁর পার্টের ১৭৩ জন ভোটারের নামে বিভিন্ন কারণে নোটিশ জারি হয়েছে। তিনি বলেন, “আমি যথা সময়ে বুঝে নোটিশ বিলির জন্য আসি। কিন্তু অত্র এলাকার নোটিশ হোল্ডাররা এই নোটিশ মানছেন না, তারপর আমাকে আটকে রাখে।”ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন ভোটপাট্টি পুলিশ আউট পোস্টের ওসি তেনজিং ভুটিয়া। পরে ময়নাগুড়ি জয়েন্ট বিডিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নেন। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়।

Graphics Design wORK
GRAPHICS DESIGN: NEWSPAPER ❁ MAGAZINE ❁ BOOK ❁ INVITING CARD ❁ VISITING CARD ❁ ID CARD
FLEX ❁ POSTER ❁ CARTOON ❁ LOGO ❁ PAGE
Contact No: 9836753622

EI YUG | EDITOR - SUROJIT MALICK | OWNER - SUROJIT MALICK | PUBLISHED BY SUROJIT MALICK FROM BANKRA DAKSHIN PALLY,P.O-BANKRA,P.S-DOMJUR,DISTRICT-HOWRAH, PIN-711403,STATE-WEST BENGAL | PRINTED BY SUROJIT MALICK AT “EI YUG NEWSPAPER PUBLISHING HOUSE”,BANKRA DAKSHIN PALLY,P.O-BANKRA,P.S-DOMJUR,DISTRICT-HOWRAH, STATE-WEST BENGAL,PIN-711403 | CONTACT NO- 9062867921 ,9836753661 | EMAIL- EIYUGNEWSPAPER@GMAIL.COM ,NEWSPAPEREIYUG@GMAIL.COM | RNI : WBBEN/2020/81746 |